R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট •
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬১শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
২৩শে এপ্রিল, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

'কিছু না জেনে-শুনে কাগজে আজে বাজে লেখেন'—

সম্পাদকের প্রতি মহকুমা শাসকের অশোভন চোখ রাঙানি

রঘুনাথগঞ্জ, ২২ এপ্রিল—গত ১৮ এপ্রিল জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের খাস কামরায় অনুষ্ঠিত স্থানীয় 'রবীন্দ্র ভবন' সম্পর্কিত এক আলোচনা সভায় এ সভার পদাধিকার বলে সভাপতি তরুণ মহকুমা শাসক শ্রীনরসিংহম ভেঙ্কট জগন্নাথন 'জঙ্গিপুর সংবাদে'র সম্পাদক অনুত্তম পণ্ডিতকে দেখতে পেয়েই হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে 'ধান ভানতে শিবের গীত' শুরু করে দেন। অতঃপর সমস্ত উপস্থিত সদস্যের সাক্ষাতে পত্রিকার সংবাদ পরিবেশন বিষয়ক আলোচনা টেনে এনে শ্রীপণ্ডিতকে এক হাত নেওয়ার ভঙ্গিতে সামন্তপ্রভু সুলভ চোখ রাঙানি দিতে শুরু করেন ও ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে হুংকার ছাড়তে থাকেন। এই প্রশাসকের আচরণ ও অঙ্গ ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিলো 'জঙ্গিপুর সংবাদে'র সম্পাদক যেন তাঁর খাস তালুকের প্রজা। সুতরাং সভাসদদের সামনে তিনি তাঁকে যা খুশি তাই বলতে পারেন, এবং একটি সংবাদপত্রকে তাঁর হুকুম-বরদার হয়ে চলতে হবে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, অনুত্তম পণ্ডিত 'রবীন্দ্র ভবনে'র একজন সদস্য হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা চলাকালীন এক সময় শ্রীজগন্নাথন কমিটির সদস্যদের কাছে প্রস্তাব রাখেন : বর্ত্তমান রবীন্দ্র ভবনের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্লট ও অসম্পূর্ণ ভবনটি বিক্রী করে সেই টাকায় মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণের দত্ত সম্পত্তি 'ম্যাকেঞ্জি হল'-কে নবীকরণ করে 'রবীন্দ্র ভবন' সেখানে নিয়ে গেলে কেমন হয়! এ ব্যাপারে তিনি ট্রাসটি বোর্ডের সভাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানান।

মহকুমা শাসকের উক্ত প্রস্তাবের পর 'জঙ্গিপুর সংবাদে'র সম্পাদক অনুত্তম পণ্ডিত তখন তাঁকে (শ্রীজগন্নাথনকে) প্রশ্ন করেন, 'ম্যাকেঞ্জি ট্রাসটি বোর্ড রবীন্দ্রভবনকে স্থান দেবেন কিনা? দিলেও 'রবীন্দ্রভবন' নামটি রাখার অনুমতি দেবেন কি?' কিন্তু শ্রীপণ্ডিতের এই প্রশ্নে শ্রীজগন্নাথন আকস্মিকভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ও অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে ১৬ দিন পূর্বে 'জঙ্গিপুর সংবাদে' প্রকাশিত 'লক্ষাধিক টাকার অছি সম্পত্তি বেদখলের মুখে' শীর্ষক সংবাদের জের টেনে এনে সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিরোধী নানা রকম মন্তব্য শুরু করে দেন। শ্রীজগন্নাথনের এহেন অপ্রত্যাশিত কটূক্তি সত্ত্বেও 'জঙ্গিপুর সংবাদে'র সম্পাদক তাঁর আলোচনায় জানান যে, ট্রাসটি বোর্ডের সদস্যদের তত্ত্বাবধানের অভাবে মহারাজের দান সরাইখানা ও ম্যাকেঞ্জি

—২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বহু প্রতীক্ষিত ঘোষণা—ফরাক্কার জল

বিশেষ প্রতিনিধি, রঘুনাথগঞ্জ, ২২ এপ্রিল—'বেলা সাড়ে দশটায় ফরাক্কার জল ছাড়া হয়েছে। এই জল বেলা সাড়ে এগারটার মধ্যে এখানে চলে আসবে। ভাগীরথীতে জলের উচ্চতা দশ ফিট পর্যন্ত হতে পারে, তাই জনসাধারণকে সাবধানে স্নান ও নদী পারাপার করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।' —গতকাল মহকুমা তথ্য দপ্তরের এই প্রচারে আগ্রহী হয়ে অনেকে নির্দিষ্ট সময়ে ভাগীরথী তীরে ভিড় করেছেন। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল থেকে রাত্রি। নাঃ তবু জলের পাত্তা নেই। শীর্ণা ভাগীরথীতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তার স্বচ্ছ জলে বিজলিবাতির প্রতিফলন দেখা গেছে। বার বার খোঁজ নিচ্ছি, জল এল? তথ্য দপ্তরের সেই ঘোষককে দেখিয়ে দিয়ে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'ওই দেখুন জল আসছেন'। যাই হোক, বহু প্রতীক্ষিত ঘোষণাকে কার্যকর করে জল যখন এল তখন রাত্রি গভীর। নগরবাসীরা ঘুমে অচেতন। নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত কেবলমাত্র নৌকার মাঝি আর ঘাট ইজারাদাররা। প্রচণ্ড শব্দে সে জল এসে আছড়ে পড়ল। তবু পারলো না ওরা। জঙ্গিপুর সদরঘাট থেকে দু'টি, আলমপুর থেকে চারটি—মোট ছ'টি নৌকো ভেসে গেল জলের তোড়ে। সকালে উঠে সকলে দেখলেন, ১৯৬৪ সালের ১৬০ কোটি টাকার প্রকল্প ফরাক্কার গ্লানি ধোয়া ঘোলা জল ভায়া ফিডার ক্যানেল হয়ে ভাগীরথী দিয়ে বয়ে চলেছে কলকাতা বন্দরের দিকে।

বাঙলাদেশে সাময়িক চুক্তিমত গতকাল থেকে প্রথম দশদিন ১১ হাজার, দ্বিতীয় দশ দিন ১২ হাজার ও শেষ কিস্তিতে ১৬ হাজার কিউসেক করে জল ছাড়া হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল উল্টোটা। ফরাক্কা থেকে আমাদের সংবাদদাতা চঞ্চল সরকার লিখেছেন, অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান প্রায়। গুণীজন সমবেত হেথা। বেলা ১১টা ৫ মিঃ। হেড রেগুলেটারের দশটি গেটের সামান্য মুখব্যাদনের মাধ্যমে গুড় গুড় করে জল গড়িয়ে চললো গঙ্গা থেকে আর এক গঙ্গায় জলনালী ফীডার ক্যানালের বুক বেয়ে। কাছে গিয়ে ভাল করে চোখ না ঠারলে জল গড়াচ্ছে কিনা বোঝা যায় না। শোনা যায়, আড়াই হাজার কিউসেকস প্রথম পর্য্যায়ে। একটু যে বেশী দেব তার উপায় নেই। অতন্দ্রপ্রহরী বাংলাদেশের জনাব সিদ্দিকী তার দলবল নিয়ে। সদল বলে হাজির হলাম যখন কনট্রোল রুমের তলায়, দেখি যজ্ঞানুষ্ঠান চলছে। কৃষ্ণচূড়ার ডালসহ ফুল শোভা পাচ্ছে। দেখলাম কোলকাতার বাঘা বাঘা সাংবাদিক। তার সাথে জুড়িওয়ালা কয়েকটি সাপ্তাহিকের সাথে আমরাও। ভিড়ে গেলাম সাংবাদিকদের দলে। দেখলাম পানডেদাকে,' হ্যাঁ আনন্দবাজারের সমর পানডে। ওই সময় শ্রমিক কর্মচারীদের বিক্ষোভ মিছিলের তাৎপর্য্য বাঘা বাঘা সাংবাদিকদের কাছে ব্যাখ্যা করে চলেছেন। এগিয়ে গেলাম তাঁদের সাথে।

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে
রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেণ্ট
ক্ষুদিরাম সাহা
চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড
অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান,(মুর্শিদাবাদ)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই বৈশাখ বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

জলের আবর্তে জলচুক্তি

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা অন্তে একান্ত অভিপ্রেত ফরাক্কার জল মিলিয়াছে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি সাময়িক ও নিতান্ত অস্থায়ী চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। ২১শে এপ্রিল হইতে প্রথম দফায় ১১ হাজার কিউসেক এবং তাহার পর পর্যায়ক্রমে ১২ হাজার, ১৫ হাজার ও ১৬ হাজার কিউসেক জল ছাড়িবার কথা ছিল। কিন্তু ২১শে এপ্রিল মাত্র আড়াই হাজার কিউসেক জল ছাড়া হইয়াছে বলিয়া শুনা গেল।

বহুদিন হইতেই ফরাক্কার জল ঘোলা হইয়া আছে। এই প্রকল্পের জন্য পাকিস্তান দেশ-দেশান্তরে এস-ও-এস পাঠাইয়া ইহাকে বানচাল করিবার নানা 'কোসিস' চালাইয়াছিল। বাংলা দেশ সরকারের অভ্যুদয়ে ভারত ও বাংলাদেশ এই উভয় সরকার বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হইল। জলসমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া ঘোষণাও হইয়াছিল। কিন্তু নেপথ্যে কোন দুষ্ট চক্রের ক্রিয়াকলাপে ইহার সুরাহা আজিও হইতে পারে নাই। বৈঠকের পর বৈঠক হইয়া অবশেষে এই অস্থায়ী চুক্তি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

এইভাবে পাওয়া জলে কী কতটুকু কাজ হইবে বলা সুকঠিন। ৪৯০০০ হাজার কিউসেক হইতে বরাদ্দ ক্রমশঃ কমিয়া দফাক্রমিক জল সরবরাহে হুগলী নদীর নাব্যতা রক্ষা, জলের লবণতা দূরীকরণ, পলি অপসারণ ও মুমূর্ষু কলিকাতা বন্দরের পুনরুজ্জীবন কতটুকু সাধিত হইবে তাহা ভবিষ্যৎ চিত্র প্রমাণ করিবে। শ্রীকে, এল, রাও-এর সময় ফরাক্কার সার্থক রূপায়ণে হতাশ হইবার অবকাশ ছিল। ফরাক্কা কেন্দ্রের অধীন; জল দেওয়া-না-দেওয়া কেন্দ্রের মর্জি। এই রাজ্য সম্পর্কে, কলিকাতা বন্দরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেন্দ্রের পূর্ব অনীহার জের সূক্ষ্মভাবে এখনও চলিতে থাকিলে ফরাক্কার জল 'চক্ষু ধাবন' মাত্র। আমরা এই মুহূর্তে অতদূর ভাবিতে চাহি না। তবে অতিশ্চিত-ভবিষ্যৎ এই জলে বিষাক্ত রাজনীতির কুটিল আবর্তসৃষ্টির অবকাশ না দিয়া এই রাজ্যকে বাঁচাইতে হইবে এই আন্তরিকজ্ঞানে স্বচ্ছ-সরল দৃষ্টিতে উভয় বন্ধুরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ ও বিশ্বাসবোধ জাগাইয়া কাজে নামিলে জলের সমস্যা সমাধানে সহজ পথের ইঙ্গিত মিলিতে পারে; নচেৎ জলের ঘূর্ণিপাকে সব তলাইয়া যাইবে।

কাগজে আজেবাজে লেখেন

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হল আজ ধ্বংসের মুখে। ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশগুলির মধ্যে পুকুরের জলকে পানীয় জলরূপ ব্যবহারের নির্দেশ ছিল অথচ বর্তমানে পুকুর ও অছি সম্পত্তির অপব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু অধৈর্য ও উত্তেজিত মহকুমা শাসক সমস্ত কথা না শুনেই শ্রীপণ্ডিতকে থামিয়ে দেন এবং একান্ত অযৌক্তিকভাবে হুমকী ও আক্রোশের আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলতে থাকেন, জঙ্গিপুর সংবাদে নানান ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। গঠনমূলক কোন আলোচনা হচ্ছে না। শুধু সমালোচনা করাই ঐ পত্রিকার কাজ। কিছু না জেনে শুনে কাগজে আজে-বাজে লেখেন ইত্যাদি। বস্তুতঃ আলোচনা তখন 'রবীন্দ্র ভবন' বিষয়ক থাকে না—মহকুমা শাসক তাকে জঙ্গিপুর সংবাদ ও তার সম্পাদককে আক্রমণ বিষয়ক করে তোলেন। শেষ পর্যন্ত একজন সদস্য 'রবীন্দ্র ভবন' বিষয়ক আলোচনাই যে আজকের আলোচ্য সূচী—এ বিষয়ে মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর 'মেজাজ'কে শান্ত করেন।

অথচ অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে যে শ্রীজগন্নাথনের এই সংবাদপত্র ও তার সম্পাদকের উপর নগ্ন আক্রমণাত্মক চোখ রাঙানি এবং হুমকির কোন প্রতিবাদ উপস্থিত কোনো 'আত্মসচেতন' সদস্য অথবা 'রবীন্দ্র ভবনে'র সম্পাদকের তরফ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য—৩

কৌতূহল মেটাতে যৌনশিক্ষার প্রয়োজন আছে

ভকত সত্যনারায়ণঃ উল্টো নামের শেষ কলমে এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করছি যা এক রকম হঠাৎ-ই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে স্কুলের পাঠ্য-সূচীতে। এই কলমের শিরোনাম দেখে যাঁরা আঁতকে উঠবেন, তাঁদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, 'সংবাদপত্র ধর্মগ্রন্থ নয়'—এই নির্মম সত্যে তাঁরা যেন নিরাশ না হন।

পাঠ্যসূচীতে যৌনশিক্ষা স্থান পাবে কি পাবে না, এই নিয়ে বছরখানেক ধরে যখন বাক্-বিতণ্ডা চলছিল, তখন জঙ্গিপুর মহকুমায় এর প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু সর্বশেষ খবরে যখন জানা গেল যে, চলতি শিক্ষাবর্ষে স্কুলের পাঠ্য-সূচীতে দশম শ্রেণীর জন্য 'সরল জীবন বিজ্ঞান' বইখানি তালিকাভুক্ত হচ্ছে, তখন প্রতিক্রিয়া জানার জন্য বেশ কয়েকজন শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীর সঙ্গে আলোচনা করেছি। এখন পর্যন্ত যেটুকু জনমত সংগ্রহ করেছি তাকে বিশ্লেষন করে দেখেছি, যৌন শিক্ষা প্রবর্তনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রায় সমান সমান হয়েছে।

বইটিতে 'মানবের জনন' শিরো-নামায় ৯ পাতা জুড়ে শুক্রাণু উৎপাদন, ডিম্বাণু উৎপাদনচক্র, জরায়ুর পরিবর্তন-চক্র ও সমন্বয়, রজোনিবৃত্তি ও জন্ম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়াও পুরুষ ও নারীর বিভিন্ন যৌনাঙ্গের প্রচুর ছবি দেওয়া হয়েছে। 'যৌনশিক্ষা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?' —আমার এই প্রশ্নের জবাবে মহকুমার জনৈকা প্রধানা শিক্ষিকা বলেন, 'ছাত্র-ছাত্রীদের ভালভাবে বোঝানোর ওপর বিষয়টি নির্ভর করছে। সিনেমা দেখার সময় ওদের চোখ তো কেউ ঢেকে রাখতে পারে না। কাজেই কৌতূহল মেটাতে পারলে ওদের যৌন-আগ্রহ মিটে যাবে।' একই প্রশ্নের উত্তরে একজন প্রধান শিক্ষক বিদেশের উদাহরণ দিয়ে জানান যে, অনেক দিন আগেই যৌনশিক্ষা চালু হয়েছে এমন এক দেশের জনৈক শিক্ষক এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁকে বলেছেন, 'জুন মাসে আমার মেয়ের বিয়ের কথা ছিল, কিন্তু বাধ্য হয়ে জানুয়ারী মাসে তার বিয়ে দিতে হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যৌন-শিক্ষা সে দেশে ব্যর্থ হতে চলেছে। তার মতে স্কুলের চেয়ে সিনেমা দেখে জ্ঞানলাভ বেশী হবে। 'মন ঠিক সায় না দিলেও' জঙ্গিপুর মহকুমার একজন প্রধান শিক্ষকের মতে, লুকিয়েচুরিয়ে জ্ঞানলাভের চেয়ে প্রকাশ্যে গুপ্তজ্ঞান দেওয়া ভালো। প্রথম অসুবিধা হলেও ফল ভালো হতে পারে। আর এক প্রধান শিক্ষকের ভাষায়: যৌন-শিক্ষার প্রয়োজন আছে। তবে শিক্ষক যদি ভালোভাবে জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ না করেন, তাহলে কুফল হতে বাধ্য। মানসিকতা এখনও তৈরী হয়নি, তাই সংযম রক্ষা করে সংকোচের সঙ্গে পড়ানো হচ্ছে। ডাক্তারদের দিয়ে স্কুলে বিষয়টি পড়াবার ব্যবস্থা করলে সুফল ফলতে পারে। অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী কারও মতে, এটা ব্যভিচার, এর কোন প্রয়োজন নাই। কারও মতে, সুপ্ত জিনিসকে প্রকাশ করা হচ্ছে অত্যন্ত নগ্নভাবে। আবার কারও মতে, গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ লোক ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। এখানকার সভ্যতায় এমন এক পরিবেশের সঙ্গে ধর্মের মিল রয়েছে, যেখানে ধর্মবিরুদ্ধ কোন গোঁড়ামীকে এই সভ্যতা মেনে নিতে পারে না। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যৌন প্রসঙ্গ যুক্ত হলে চারিত্রিক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

যৌনশিক্ষার প্রয়োজন আছে কি নাই তা নিয়ে গ্রামস্তরে আরও আলো-চনার প্রয়োজন আছে। গ্রামের অনেকেই এখনও জানেন না। তবে জানতে পারলে রে রে করে তেড়ে আসবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রক্ষণশীল ও ধর্মভীরু গ্রামীণ সমাজে সেই মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। এই সমাজ-ব্যবস্থা কোন রকম নাটকীয় পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না। তাই মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে আবার ভেবে দেখতে হবে, যৌনশিক্ষার প্রয়ো-জনীয়তা পর্যালোচনা করতে হবে। হুম্ করে রাজপথে বিবস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে বেলেল্লাপনার অধিকার পর্ষদের নাই।

(শেষ)

অনশন প্রত্যাহার

ফরাক্কা, ২২ এপ্রিল—অবিলম্বে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য বিকল্প চাকরি, কর্মচ্যুত কর্মীদের পুনর্বহাল প্রভৃতির দাবিতে এন এল সি সি অনুমোদিত ফরাক্কা ব্যারেজ শ্রমিক কর্মচারী সংস্থার কার্যকরী সভাপতি ও শ্রমিকনেতা রথীন ভট্টাচার্য জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের সামনে ১৭ এপ্রিল থেকে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন। উপর মহলের নির্দেশে জি এম দাবিগুলি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় আজ বিকেলে তিনি অনশন প্রত্যাহার করে নেন।

বাসুদেবপুর থেকে ধুলিয়ানের রতনপুর পর্যন্ত নির্মিত ডাইভারসন রোড বাতিল এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বাসুদেবপুর ও ধুলিয়ান রেল গেটে ওভারব্রীজ নতুবা সজনীপাড়া থেকে জিগরী পর্যন্ত ফীডার ক্যানেলের উপর দিয়ে সড়ক নির্মাণের দাবিতে সামসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মহঃ শাজাহান সেখ ১৬ এপ্রিল থেকে লাগাতার অনশন শুরু করেন। জেলা শাসক ও জেলা কংগ্রেস সভাপতির কাছ থেকে দাবিগুলি সম্পর্কে বিবেচনার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ২০ এপ্রিল তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। অবশ্য দাবিগুলি পূরণ না হলে আমৃত্যু অনশন করবেন বলে তিনি জানান।

মুণ্ডহীন মৃতদেহ

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ এপ্রিল—১৭ এপ্রিল এই থানার বালির মাঠে মুণ্ডহীন খণ্ডবিখণ্ড একটি মৃতদেহ বস্তাবন্দী অবস্থায় একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, একজন জেলে পুকুরে জাল ফেললে মুখবাঁধা বস্তাটি জালের সাথে উঠে আসে। বস্তার মুখ খুলে জেলেটি ওখানেই জ্ঞান হারায়। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। গতকাল কুড়ল গ্রামের কাছ থেকে মুণ্ডটি উদ্ধার করা হয়। নিহত ব্যক্তি জয়রামপুরের কানাইলাল দাস। ১৩ এপ্রিল থেকে সে নিখোঁজ হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে।

আরও মৃতদেহ: হিলোড়ার খবর, ১৮ এপ্রিল নাজিরপুর গ্রাম লাগা একটি মাঠে একজন যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ২০ এপ্রিল পর্যন্ত মৃতদেহটি মাঠের মধ্যে পড়ে থাকার পর পুলিশ সেটিকে নিয়ে যায়। মৃত যুবকের হাতে নাম লেখা ছিল—'নিমাই কার্তিক'। তার সারা শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন দেখে পুলিশের সন্দেহ, এটি একটি হত্যাকাণ্ড।

সংঘর্ষে পুলিশ জখম

জঙ্গিপুর, ২১ এপ্রিল—আজ জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার ফাইনাল পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের উত্তর সরবরাহকারীদের বাধা দিলে তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে। উত্তেজনা আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়ায় রঘুনাথগঞ্জ থানা থেকে আরও পুলিশ যায় এবং ঘটনাস্থলে লাঠি চালিয়ে মারমুখী জনতাকে ছত্রভঙ্গ ও ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ দাবি করে যে, এই সংঘর্ষে তাদের ৫ জন কনস্টেবল ১ জন হাবিলদার ও ১ জন এ্যাঃ-সাব-ইনস্পেকটর জখম হয়।

পরিত্যক্ত লরী উদ্ধার

সাগরদীঘি, ১৮ এপ্রিল—বিহারের হাজারিবাগ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া একটি লরির (বি আর এম—৭১০৪ পরিত্যক্ত দেহাবশেষ সাগরদীঘি পুলিশ মোরগ্রামের কাছে জাতীয় সড়ক থেকে গতকাল উদ্ধার করেছে। প্রকাশ, হাজারিবাগের কাছে ছিনতাইকারীরা চালক ও ক্লিনারকে খুন করে লরিটি নিয়ে উধাও হয়। পথিমধ্যে মোরগ্রামের কাছে তারা সমস্ত যন্ত্রপাতি খুলে নিয়ে লরিটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চম্পট দেয়। লরির মালিকের নাম কমলকুমার জৈন, নিবাস হাজারিবাগ।

তথ্য দপ্তরের খবর

আগামী ২৯ এপ্রিল থেকে বহরমপুর শহরে ডাঃ বিমল সিংহের হলে মুর্শিদাবাদ জেলা যাত্রা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। এই প্রতিযোগিতা চলবে দশ দিন ধরে এবং জেলার দশটি বাছাই অপেশাদার যাত্রা সংস্থা এতে অংশ গ্রহণ করবে। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭ টায় অভিনয় শুরু হবে। টিকিটের হার দৈনিক ৫০ পয়সা ও সিজন্ টিকিটের মূল্য ৪ টাকা ধার্য হয়েছে। জেলা তথ্য ও জনসংযোগ অফিসে সিজন্ টিকিট আগাম পাওয়া যাবে।

ডঃ রাধাকৃষ্ণানের মৃত্যুতে শোক

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ এপ্রিল—ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, দার্শনিক, শিক্ষক ও সর্বজনপ্রিয় ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের মৃত্যু সংবাদে এখানে শোকের ছায়া নেমে আসে। সমস্ত স্কুল, কলেজ, সরকারী অফিস বন্ধ হয়ে যায়। গতকাল তিনি মাদ্রাজের এক নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভলিবল ফাইনাল

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩ এপ্রিল—গত শনিবার রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব সরাসরি দফরপুরকে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। খেলাটি স্থানীয় যুবক সংঘ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।

চলতি আউশ মরশুমে নিম্নলিখিত যে কোন একটি উচ্চফলনশীল ধানের বীজ ছিটিয়ে বুনুন।

কাবেরী, বাসা, পুসা ২-২১, আই-ই টি ৮৪৯, রুবা পলমন ৪ জয়া।

এ সব ধানের ফলন দেশী আউশ ধানের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী। চাষের যথাযথ ব্যবস্থা জেনে নিয়েই কেবল চাষ করবেন। চাষ ব্যবহার নিয়মাবলী স্থানীয় ব্লক অফিস অথবা বহরমপুর মুখ্য কৃষি আধিকারিকের দপ্তর থেকে সংগ্রহ করুন। বীজ সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ব্লক অফিস বা নিকটবর্তী গ্রামসেবকের সংগে যোগাযোগ করুন।

মুখ্য কৃষি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ
বহরমপুর

Memo No. 4512 (6) Date 19-4-75

হতাশায় সান্ত্বনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধুলিয়ান: বেকার সমস্যা আজ পশ্চিমবাংলার বুকে যে কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তা আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে গেলেই এর নজীর মেলে। কিন্তু ঘরে ঘরে এমনও অনেক শিক্ষিত বেকার রয়েছেন যাঁরা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে চাতক পাখীর জল চাওয়ার মত, চাকরি পাওয়ার আশায় অলস হয়ে বসে নেই। নিজে সংগ্রাম করে জীবনে দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি এমনই একজন বেকারের সাক্ষাৎ মিললো ধুলিয়ান শহরে, ২৩ বছরের বলিষ্ঠ তরুণ মানিকলাল প্রামাণিক। ২ বছর হল বি, কম পাস করেছেন। চাকরির আশায় কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরেছেনও। চাকরির কোনও আশা নেই দেখে তিনি কিন্তু নিরুৎসাহ হননি। কিছুদিন হল একটি ছোট্ট সেলুন খুলেছেন। শিক্ষিত গ্রাজুয়েট, বেকার, সবাই আসছেন তাঁর সেলুনে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি আমায় জানালেন, 'মোটামুটি ৪/৫ টাকা করে হয়। এর থেকেই ঘরভাড়া, নিজের খরচ চালিয়েনি। মানিকবাবুর এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলেই সংশ্লিষ্ট অনেকের ধারণা।

মদনগোপাল মেমানী এণ্ড ব্রাদার্স
জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড কমিশন এজেন্টস্
ধুলিয়ান ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—১৬

খেতে ভাল ফোন—২৩
★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

ফরাক্কার জল (১ম পৃষ্ঠার পর)

জল চলেছে ফীডার ক্যানাল দিয়ে ভাটির টানে। সে টানে আমরাও। অবশ্য সড়ক পথে, জল পথে নয়। একেবারে হাজির আহিরণের কাছে ১০৭ আর-ডি দূরত্বে পুরনো ৩৪নং জাতীয় সড়কের জায়গায়। পোক্ত করে বিরাট মাটির বাঁধ। কাটা হলো দ্বিপ্রহর অবসানে। জল ছুটলো তোড়ে, বেশ জোরে। ছবি উঠলো কাগজওয়ালাদের ক্লিক, ক্লিক, ফটাফট। যে জল ছুটলো সেখান থেকে সে জল ফরাক্কার ২১ এপ্রিলের জল নয়। আগে থেকে আটকানো জল। হ্যাঁ পেছনের জল এসেছে তবে কয়েক ঘন্টা পরে। ৩৯ কিমি পথ তো! দেরী হবে বৈকি! ভাগীরথীতে পড়েছে। জল চলেছে। তবে সে জলে তেমন জোর নেই। আরো জোর চাই। সবুর করুন। ধীরে ধীরে বাড়বে মে মাস অবধি। মরা পেটে চড়া খানা হলে 'বিমারি' হতে পারে পেটের।

বিশেষ সংবাদদাতার খবর, দিল্লীর নির্দেশে প্রথম দিন জল ছাড়া হল ১১ হাজারের পরিবর্তে মাত্র আড়াই হাজার কিউসেক। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে ৪০ হাজার কিউসেক জল না ছাড়লে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা ফিরে আসবে না। ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কাজ ফুরিয়ে আসায় নয়া নির্দেশে প্রায় ৯০০ কর্মী এরই মধ্যে ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন। রাজ্যের সেচমন্ত্রী ও ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের শ্রমিক কর্মীদের জল ছাড়ার অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন করা হয়নি। তাই কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

কাগজে আজেবাজে লেখেন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

থেকে হয়নি। তাঁরা শুধুমাত্র নির্জীব অসহায় দর্শকের ভূমিকায় নীরব থাকেন। জানি না, তখন এই সমস্ত সংস্কৃতিপ্রিয় নাগরিকবৃন্দ 'স্থবিরত্ব' প্রাপ্ত হয়েছিলেন কিনা, কিংবা মহকুমা শাসকের মুখ রক্ষায় মুখ বন্ধ করেছিলেন অথবা মহকুমা শাসক সহযোগী সভ্যকে 'এক হাত নিচ্ছেন' দেখে 'লুক্রেশিয়ান প্লেজার' উপভোগ করে-ছিলেন! এই সমস্ত দায়িত্বশীল উপস্থিত সদস্যের মধ্যে 'রবীন্দ্রভবন' সম্পাদক হরিলাল দাস ও ভূতপূর্ব 'বাণীকণ্ঠ' সম্পাদক আশিস রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু জঙ্গিপুর মহকুমাবাসী তথা মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিটি দায়িত্বশীল, আত্মসচেতন ও সংগ্রামী নাগরিক-বৃন্দের সামনে আমাদের প্রশ্ন : রবীন্দ্র-ভবন সম্পর্কিত সাধারণ সভায় সভাপতি শ্রীজগন্নাথন ট্রাসটি বোর্ডের জের টেনে এনে 'জঙ্গিপুর সংবাদে'র সম্পাদককে ব্যক্তিগত আক্রোশের ঝাল ঝাড়ার অধিকার পান কোথা থেকে? যদি তিনি মনে করেন 'জঙ্গিপুর সংবাদে' প্রকাশিত সংবাদ ভিত্তিহীন তবে সাধারণ নিয়মানুসারে তার প্রতিবাদ-পত্র পত্রিকায় পাঠাতে পারতেন। অথবা তাঁর সম্মানহানিকর কোনো সংবাদের জন্য আইনের আশ্রয় নিতে পারতেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান নিশ্চিত কোনো প্রশাসককে সংবাদপত্রের কিংবা সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও মর্যাদাহানির কোনো অধিকার দেয়নি। যেখানে ভারত-রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত গণতান্ত্রিক মর্যাদা রক্ষায় আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হন না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের পদচ্যুতি ঘটে সং সাংবাদিকতার আদর্শে—সেখানে একজন স্থানীয় প্রশাসকের এ ধরনের ঔদ্ধত্য অতীব আশ্চর্যের। আগ্রত জনগণ দরবারে এ ঘটনার বিচার ও প্রতিবাদ আশা করা যায়। কারণ এর সঙ্গে শুধুমাত্র সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত নয়—স্বাধীন নাগরিকের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার রক্ষা ও মর্যাদার প্রশ্নও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ ঘটনার পরও আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন-যন্ত্রের সীমিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন প্রশাসক যদি আগামী দিনে 'দেওয়ালের লিখন' পড়তে পারেন তবেই মঙ্গল।

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জন্যই ব্রিটানিয়া

বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্

ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন : ২৬

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন—আর, জি, জি ১৯

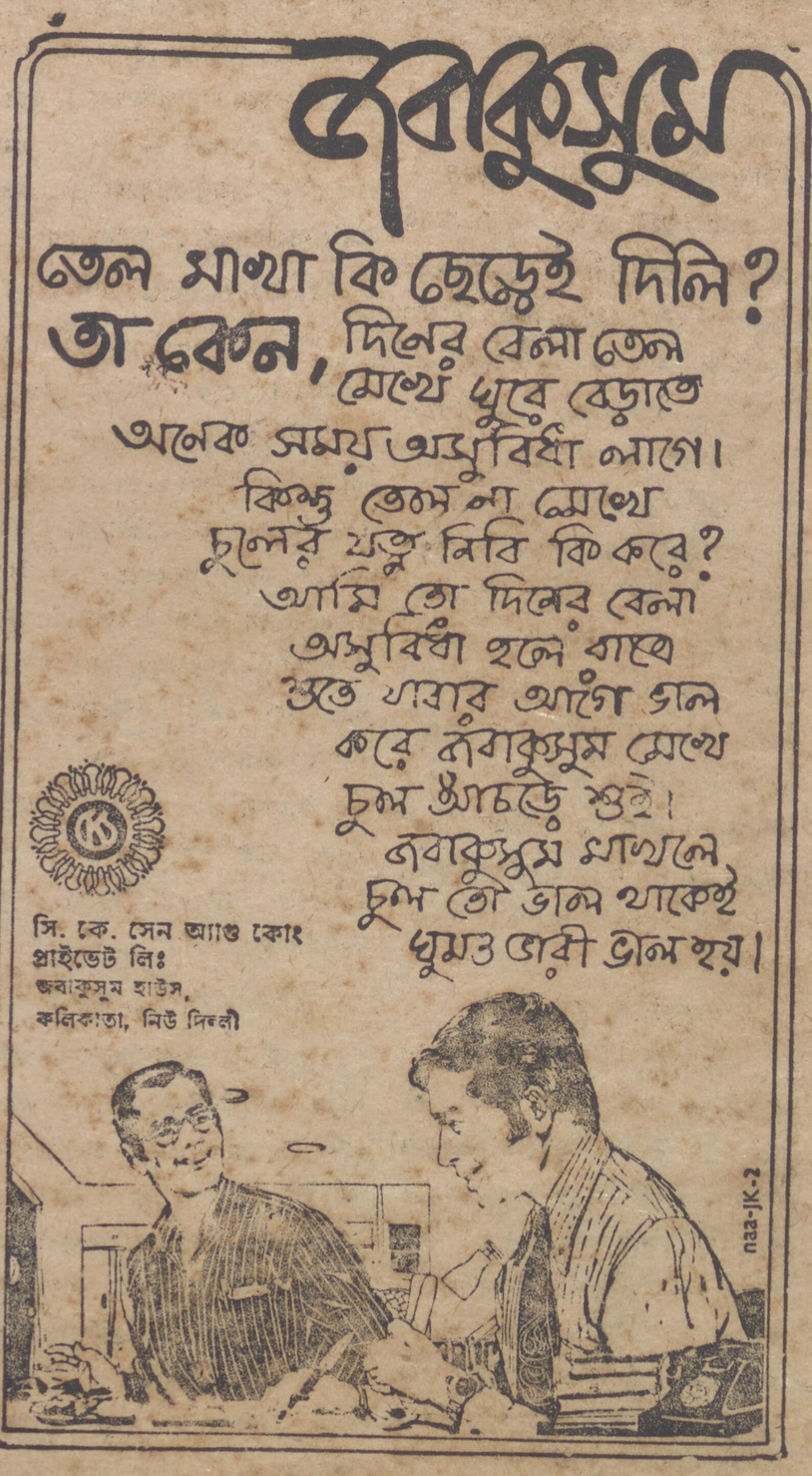

—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—

★ ৫৩১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি

বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ

পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।